মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ০৯ এপ্রিল ২০১৫ তারিখে বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় পরিদর্শনকালে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের অগ্রগতি নিম্নরূপ :

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যায়
১)	সমুদ্র বিজয়ের ফলে বাংলাদেশ বঙ্গোপসাগরে বিশাল জলরাশিতে গ্যাস, তেল ইত্যাদি জ্বালানি প্রাপ্তির সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে। উপকূলীয় ও গভীর সমুদ্র এলাকায় আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে সার্ভে পরিচালনাপূর্বক গ্যাস বা তেল-ক্ষেত্র আবিষ্কার এবং তা দিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে;	পেট্রোবাংলা	বাংলাদেশের সমুদ্র এলাকার ভূ-গঠন, তেল-গ্যাস প্রাপ্তির সম্ভাব্যতা ইত্যাদি সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ এবং Database তৈরী করে তা আগ্রহী আন্তর্জাতিক তেল-গ্যাস কোম্পানীর কাছে বিক্রয় এবং বিডিং রাউন্ডে অধিক সংখ্যক আন্তর্জাতিক তেল-গ্যাস কোম্পানীর অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে Multi-Client Seismic Survey পরিচালনার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। ০২ (দুই) বার দরপত্র আহ্বান করা হয়। সফলকাম বিডারের সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষরের অনুমোদনের জন্য অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির নিকট উপস্থাপনের লক্ষ্যে ১৮-০৭-২০১৬ তারিখে সার-সংক্ষেপ প্রেরণ করা হয়। উক্ত কমিটির ০৩-০৮-২০১৬ তারিখ অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্তক্রমে দরপত্র মূল্যায়নের যথার্থতা যাচাই করার জন্য আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীকে আহবায়ক করে ৫(পাঁচ) সদস্যের একটি কমিটি গঠন করা হয়। গঠিত কমিটির ০১-০৯-২০১৬ ও ০৪-১২-২০১৬ তারিখে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এখনও প্রতিবেদন পাওয়া যায়নি। প্রতিবেশি দেশের সাথে সমুদ্রসীমা নিষ্পত্তি হওয়ায় সমুদ্রাঞ্চলের ব্লকসমূহকে পুনঃবিন্যাস করে নতুনভাবে ব্লক ম্যাপ প্রস্তুত করা হয়েছে। অনুমোদিত মডেল পিএসসি ২০১২-কে সংশোধন/পরিমার্জনপূর্বক আরও আকর্ষণীয় ও যুগোপযোগী করে অফশোর মডেল পিএসসি ২০১৬ প্রস্তুত করা হয়েছে। পাশাপাশি বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে পাওয়ার সেল কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন Rural Electrification & Renewable Energy Development (RERED-II) শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় মডেল পিএসসি হালনাগাদকরণের জন্য পরামর্শক নিয়োগের লক্ষ্যে শর্টলিষ্টেড প্রতিষ্ঠানকে শীঘ্রই RFP প্রেরণ করা হবে।
২)	গভীর সমুদ্রে গ্যাস/তেল ব্লক বরাদ্দের ক্ষেত্রে কোন একক দেশকে ২/৩টির অধিক সংখ্যক ব্লক প্রদান পরিহার করা হবে;	পেট্রোবাংলা	বর্তমানে গভীর সমুদ্রে কোন ব্লক কোন কোম্পানিকে বরাদ্দ প্রদান করা হয়নি। 'বিদ্যুৎ ও জ্বালানি দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি (বিশেষ বিধান) আইন, ২০১০' এর আওতায় মিয়ানমারের জলসীমা সংলগ্ন ডিএস-১২ এর জন্য POSCO Daewoo Corporation এর সাথে চুক্তি অনুস্বাক্ষর হয়েছে। চুক্তি স্বাক্ষরের লক্ষ্যে অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটিতে অনুমোদনের জন্য সার-সংক্ষেপ প্রেরণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, ভবিষ্যতে ব্লক বরাদ্দের ক্ষেত্রে কোন একক দেশকে ২/৩টির অধিক সংখ্যক ব্লক প্রদান পরিহার করা হবে।
৩)	দেশের কয়লা চাহিদা ইন্দোনেশিয়া, অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা প্রভৃতি দেশ হতে আমদানির মাধ্যমে পূরণসহ ঐ সকল দেশে খনি লীজ গ্রহণ করার সম্ভাব্যতা যাচাইপূর্বক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে;	পেট্রোবাংলা	পেট্রোবাংলার প্রস্তাব মোতাবেক ইন্দোনেশিয়া, অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকায় অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাসসমূহকে সংশ্লিষ্ট দেশের কয়লা খনির লীজ প্রদান সম্পর্কিত তথ্যাদি/নীতিমালা সংগ্রহপূর্বক প্রেরণ করার জন্য এ বিভাগ হতে ২৭-০১-২০১৬ তারিখে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। অস্ট্রেলিয়া দূতাবাস থেকে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে একটি পত্র পাওয়া গেছে। উক্ত পত্র থেকে জানা যায়, অস্ট্রেলিয়ায় কোল মাইন লিজ নেয়া সম্ভব। তবে এক্ষেত্রে একটি কোম্পানির মালিকানা গ্রহণের পদ্ধতির প্রায় অনুরূপ পদ্ধতি অনুসরণ করতে হয়। অস্ট্রেলিয়া ফেডারেল সরকারের অনুমতিক্রমে প্রাদেশিক সরকারের নিজস্ব আইন অনুযায়ী কয়লা ক্ষেত্র/খনি লিজ প্রদান করা হয়। এ লক্ষ্যে প্রাথমিক কার্যাদি সম্পন্নের জন্য একটি লঁফার্ম, একটি একাউন্টিং ফার্ম এবং কোল এক্সপার্ট নিয়োগ করতে হবে। কয়লা ক্ষেত্র পরিচালনাকারী বিদ্যমান প্রতিষ্ঠানের সাথে বিনিয়োগের মাধ্যমেও লিজ নেওয়ার সুযোগ রয়েছে। লিজ নেয়ার ক্ষেত্রে কি ধরণের এবং কি পরিমাণ কয়লা লাগবে সে বিষয়টি বিবেচ্য। বড়পুকুরিয়া কোল মাইনিং কোম্পানি লিমিটেড (বিসিএমসিএল) এক্সএমসি-সিএমসি কনসোর্টিয়াম, চীন-এর সঙ্গে স্বাক্ষরিত Management, Production, Maintenance & Provisioning Services (MPM&P) চুক্তির আওতায় বড়পুকুরিয়া কয়লা খনি পরিচালনা করছে। বিদেশী বিশেষজ্ঞগণের সহায়তা ব্যতীত স্বাধীনভাবে কয়লা অনুসন্ধান ও উৎপাদনের অভিজ্ঞতা এ কোম্পানির নেই। বিদেশে কয়লা ক্ষেত্র লিজ নিয়ে কয়লা উৎপাদনের কারিগরী ও আর্থিক সক্ষমতা অর্জনের জন্য আরো কিছু সময় প্রয়োজন হতে পারে। প্রয়োজনীয় সক্ষমতা অর্জনের পর এ বিষয়ে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

মোঃ শহিদুল ইসলাম
উপ-সচিব
জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

ক্রঃ নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যায়
			উল্লেখ্য, বেসরকারী খাতকে অস্ট্রেলিয়ায় বা অন্য কোন দেশে লিজ গ্রহণের মাধ্যমে কয়লা খনি পরিচালনায় উদ্বুদ্ধ করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে বিদ্যুৎ বিভাগ এবং বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণের জন্য বিদ্যুৎ বিভাগকে অনুরোধ জানানো যেতে পারে। ইন্দোনেশিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে কোন তথ্য পাওয়া যায়নি।
৪)	ভারতের নুমালীগড় থেকে পাইপ লাইনের মাধ্যমে জ্বালানি তেল আমদানির ক্ষেত্রে সংক্ষিপ্ততম রুট বাছাই করে পাইপ লাইন নির্মাণের ব্যয় ভারতীয় পক্ষ কর্তৃক নির্বাহ এবং আমদানিতব্য তেলের মূল্যের সাথে তা সমন্বয়পূর্বক পরিশোধের প্রস্তাব প্রণয়ন করতে হবে;	বিপিসি	(ক) এ পাইপলাইনের ১৩০ কিঃ মিঃ এর মধ্যে ভারতীয় অংশের ৫ কিঃ মিঃ ভারতীয় অর্থে এবং বাংলাদেশ অংশের ১২৫ কিঃ মিঃ বাংলাদেশের অর্থায়নে বাস্তবায়ন করা হবে। পাইপলাইন নির্মাণ ব্যয় পরবর্তীতে প্রতি ইউনিট তেলের মূল্যের সাথে সমন্বয় করে আদায়যোগ্য হবে। (খ) বিপিসি ভারতীয় পক্ষের সাথে যোগাযোগ করে নুমালীগড়-পার্বতীপুর পাইপলাইনের ড্রইং/ডিজাইন প্রস্তুত করছে। (গ) আমদানিকৃত ডিজেলের মূল্য নির্ধারণের বিষয়ে বিপিসি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছে। শীঘ্রই একটি পদ্ধতি বের করে ভারতীয় পক্ষকে অবহিত করা হবে। (ঘ) পার্বতীপুর ডিপোতে ডিজেল সরবরাহের লক্ষ্যে Working Group গঠন করা হয়েছে। গঠিত Working Group পাইপলাইনের মাধ্যমে তেল সরবরাহের ক্ষেত্রে Buyer-Seller Agreement এর খসড়া চূড়ান্ত করেছে, চূড়ান্ত প্রিমিয়াম নির্ধারণ করেছে এবং প্রকল্পটি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে একটি Time Bonded Work Plan প্রস্তুত করছে। (ঙ) ইন্দোবাংলা ফ্রেন্ডশীপ পাইপলাইন নির্মাণের যাবতীয় ব্যয় NRL বহন করবে। পাইপলাইন নির্মাণের বিনিয়োগের বিপরীতে বিপিসি কর্তৃক কোনো অর্থ NRL কে পরিশোধ করতে হবেনা মর্মে নীতিগতভাবে উভয় পক্ষ সম্মত হয়। পাইপলাইনের মাধ্যমে তেল সরবরাহের ক্ষেত্রে ব্যারেল প্রতি মার্কিন ডলার ৫.৫০ প্রিমিয়াম নির্ধারণেও উভয় পক্ষ নীতিগতভাবে সম্মত হয়। (চ) বাংলাদেশ ও ভারতের জ্বালানি প্রতিমন্ত্রী পর্যায়ে গত ০৫-১০-২০১৬ তারিখে দিল্লীতে সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ইন্দোবাংলা ফ্রেন্ডশীপ পাইপলাইন নির্মাণ ও পাইপলাইনের মাধ্যমে সরবরাহতব্য ডিজেলের প্রিমিয়ামের বিষয়ে গত ২৮-২৯ সেপ্টেম্বর, ২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত জয়েন্ট ওয়ার্কিং গ্রুপের সভায় সম্মত বিষয়াদি পর্যালোচনা করা হয়। NRL এর পক্ষ থেকে সভায় অবহিত করা হয় করা হয় যে, ভারত সরকার কর্তৃক বাংলাদেশকে প্রদত্ত Line of Credit এর আওতায় ইন্দোবাংলা ফ্রেন্ডশীপ পাইপলাইন নির্মাণ NRL কর্তৃক নির্মাণ করা হবে। সভায় বিপিসি'র পক্ষ থেকে পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করা হয় যে, জয়েন্ট ওর্য়াকিং গ্রুপের সভায় Line of Credit এর বিয়য়ে কোনো আলোচনা বা এরূপ কোনো বিষয়ে উভয়পক্ষ সম্মত হয়নি। তাই বর্ণিত Line of Credit ব্যতিত নিজস্ব অর্থায়নে NRL-কে পাইপলাইন নির্মাণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে অনুরোধ জানানো হয়। NRL/ভারতীয় পক্ষ হতে বিষয়টি পর্যালোচনা করা হবে মর্মে সভায় অবহিত করা হয়।
৫)	বিদ্যমান Captive Power খাতে গ্যাস সংযোগের হার ১৭% হতে ক্রমান্বয়ে হ্রাস করে তা বিদ্যুৎ কেন্দ্র ও শিল্পকারখানায় ব্যবহারের পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে;	পেট্রোবাংলা	Captive Power প্ল্যান্টের জন্য পুনরাদেশ না দেয়া পর্যন্ত গ্যাস সংযোগ প্রদান না করার বিষয়ে সরকারের সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে ১০-০৮-২০১৫ তারিখে অফিস আদেশ জারি করা হয়েছে। সে অনুযায়ী Captive Power প্ল্যান্টে নতুন গ্যাস সংযোগ প্রদান করা হচ্ছে না। বিদ্যমান Captive Power প্ল্যান্টের গ্রাহকদের থার্মাল এফিসিয়েন্সি এক বছরের মধ্যে ৬০% উন্নীত করার জন্য নতুন সংযোগ ও লোড বৃদ্ধি সংক্রান্ত বিষয় বিবেচনার জন্য গঠিত কমিটি নির্দেশনা প্রদান করেছে। এছাড়া, Captive Power সম্পর্কিত সংযোগ স্থানান্তরের ক্ষেত্রেও বিধি নিষেধ আরোপ করা হয়েছে। এ সকল সিদ্ধান্ত/নির্দেশনা গ্যাস বিপণন কোম্পানিসমূহকে অবহিত করা হয়েছে এবং মাসিক পর্যালোচনা সভায় তা আলোচিত হয়েছে।
৬)	সরকারি খাতে LPG'র উৎপাদন বৃদ্ধির পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে যাতে বেসরকারি খাতের মূল্য যৌক্তিকভাবে নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়;	বিপিসি	দেশে এলপি গ্যাসের সহজলভ্যতার জন্য সরকারিভাবে ২টি এলপিজি বটলিং প্ল্যান্ট স্থাপনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। গৃহীত ২টি প্রকল্পের অগ্রগতির (হালনাগাদ) বর্ণনা নিম্নে উপস্থাপন করা হল : ১। <u>মংলায় বাস্তবায়নাধীন এলপিজি প্ল্যান্ট:</u> এলপিজি বটলিং প্ল্যান্ট ইনক্লুডিং ইম্পোর্ট ফ্যাসিলিটিজ, স্টোরেজ ট্যাংকস, পাইপলাইন্স, জেটি এ্যাট মংলা, বাগেরহাট (১০০,০০০ মেঃ টন ক্যাপাসিটি পার এ্যানাম)" নামে একটি প্রকল্প অনুমোদিত হয়। প্রকল্পের অনুমোদিত ব্যয় ২১,০৪৬.৯৬ লক্ষ টাকা এবং বাস্তবায়নকাল জানুয়ারি'২০১২ হতে জুন'২০১৮। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য কনসালটেন্ট হিসেবে M/S TATA Consulting Engineers Limited, India- এর সাথে ১৬-০৪-২০১৫ তারিখে চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছিল। চুক্তি অনুযায়ী M/s TATA কর্তৃক ডিজাইন, ড্রয়িং ইত্যাদি কার্যাদি সম্পন্ন হওয়ার কথা।

মোঃ শহিদুল ইসলাম
যুগ্ম-সচিব
জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যায়
			কিন্তু উক্ত প্রতিষ্ঠান চুক্তি অনুযায়ী কার্য সম্পাদন করতে ব্যর্থ হওয়ায় পরিশোধকৃত ১০% অর্থের বিপরীতে তাদের দাখিলকৃত মার্কিন ডলার ৭,৮১,৬৫.০০ এর সমপরিমাণ ৬০,৪২,১৫৪.০০(ষাট লক্ষ বিয়াল্লিশ হাজার একশত চুয়ান্ন) টাকার ব্যাংক গ্যারান্টি নগদায়ন করা হয়েছে এবং চুক্তিটি বাতিল করা হয়েছে। * ২৯-০২-২০১৬ তারিখে বিপিসি'তে অনুষ্ঠিত সভায় প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য EPC Contractor নিয়োগ করার লক্ষ্যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। EPC Contractor নিয়োগের লক্ষ্যে টেন্ডার ডকুমেন্ট প্রস্তুত করে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হবে। একই সাথে ডিপিপি সংশোধনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। ২। <u>কুমিরায় প্রতিষ্ঠিতব্য এলপিজি প্ল্যান্ট:</u> সরকারি বেসরকারি অংশীদারিত্বে (পিপিপি'র আওতায়) বার্ষিক ১.০০ (এক) লক্ষ মেঃ টন উৎপাদন ক্ষমতার আমদানি নির্ভর একটি এলপিজি বোতলজাতকরণ প্ল্যান্ট চট্টগ্রামে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিপিসি কর্তৃক "Construction of LPG Bottling Plant at Kumira or any suitable place in Chittagong including Import Facilities of LPG, Jetty, Pipelines & Storage Tank" শীর্ষক প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে। * এ লক্ষ্যে চট্টগ্রাম জেলার সীতাকুন্ড উপজেলার লতিফপুর মৌজার বিএস ০১ নং খতিয়ানের বিএস ০২ নং দাগের ১০.১০ একর জমি পাওয়া যায়। এরই ধারাবাহিকতায় খাস জমি বরাদ্দের নীতিমালা অনুযায়ী উক্ত ১০.০০(দশ) একর জমি বিপিসি'র অনুকূলে বরাদ্দ প্রদানের জন্য সুপারিশসহ প্রস্তাব জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম কর্তৃক ২৩-০২-২০১৬ তারিখে ভূমি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। প্রস্তাবে জমির মূল্য বাবদ ৪১৫৫.৬০ লক্ষ টাকা বিপিসি'কে পরিশোধ করতে হবে মর্মে প্রস্তাবে উল্লেখ করা হয়েছে। ভূমি মন্ত্রণালয় হতে গত ০৩-০৪-২০১৬ তারিখে জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম'কে পত্রের মাধ্যমে চট্টগ্রাম জেলার সীতাকুন্ড উপজেলার লতিফপুর মৌজার বিএস ০১ নং খতিয়ানের ০২ নং দাগের ১০.০০(দশ) এর বালুচর শ্রেণির জমি বিপিসি'র অনুকূলে দীর্ঘমেয়াদী বন্দোবস্তের প্রস্তাব প্রেরণ করে। জমি প্রাপ্তির পর কনসালটেন্ট নিয়োগের পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। * ০৯-০২-১৬ তারিখে "প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটি" গঠন করা হয়েছে।
৭.	মধ্যপাড়ার Hard rock কে কঠিন শিলার পরিবর্তে "গ্রানাইট" হিসেবে উল্লেখ করতে হবে। নির্মাণ কাজের উপাদান হিসাবে ব্যবহারের পরিবর্তে উন্নতমানের Slab আকারে শিলা উত্তোলনের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। আহরিত শিলা পাথর নৌ-পথে পরিবহণের লক্ষ্যে পদ্মা সেতুর নিকটবর্তী স্থানে মজুদ এবং পরিবহণের সম্ভাব্যতা পরীক্ষা করতে হবে;	পেট্রোবাংলা	ক) মধ্যপাড়া হার্ডরক মাইনিং কোম্পানি লিমিটেড-এর খনি থেকে উৎপাদিত Hard Rock এর নাম পরিবর্তন করে "গ্রানাইট" নামকরণ করা হয়েছে। খ) মধ্যপাড়া খনি হতে উৎপাদিত গ্রানাইট এর বহুমুখী ব্যবহারের জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে Bangladesh Council of Scientific and Industrial Reserch এর আওতাধীন জয়পুরহাটস্থ Institute of Mining, Mineralogy and Metallurgy (IMMM) মধ্যপাড়া খনি হতে উৎপাদিত গ্রানাইট ডাস্ট ব্যবহার করে টাইলস তৈরী করতে সক্ষম হয়েছে। বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদনের জন্য বিভিন্ন বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ করা হয়েছে। গ) বড় আকারের বোল্ডার উৎপাদন করে টাইলস/স্লাব তৈরী এবং বর্তমান উৎপাদন ক্ষমতা দ্বিগুণ করার লক্ষ্যে "FEASIBILITY STUDY FOR EXPANSION AT THE SOUTH EASTERN PART OF MADDHAPARA MINE" শীর্ষক ফিজিবিলিটি স্টাডি প্রকল্পের ডিপিপি অনুমোদনের জন্য প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। STUDY REPORT ইতিবাচক পাওয়া গেছে। পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগের জন্য RFP ইস্যু করা হয়েছে। আগামী ০৬-০২-২০১৭ তারিখে RFP দাখিল করার কথা রয়েছে। ঘ) মধ্যপাড়া খনি হতে আহরিত শিলা পাথর নৌ-পথে পরিবহণসহ দেশের বাৎসরিক শিলার চাহিদার পরিমাণ নিরুপনের জন্য "Market Feasibility Study of Granite Rock of MGMCL" কাজে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োজিত করা হয়েছে। পরামর্শক প্রতিষ্ঠান প্রতিবেদন দাখিল করেছে। উক্ত প্রতিবেদন বোর্ডে পেশ করা হলে বোর্ড কর্তৃক প্রতিবেদন পর্যালোচনার জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটির প্রতিবেদন পাওয়ার পর উহা পুনরায় বোর্ড সভায় উপস্থাপন করা হবে।

মোঃ শাহিদুল ইসলাম
উপ-সচিব
জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

ক্রঃ নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যায়
৮)	রাশিয়ার Gazprom ইতোপূর্বে ১০টি কূপ খনন করে ১১২ এমএমসিএফডি গ্যাস জাতীয় গ্রীডে যুক্ত করেছে। বর্তমানে তাদের আবেদনমতে নতুনভাবে আরো ৪টি কূপ খনন করার দায়িত্ব দ্রুতগতিতে প্রদান করা যেতে পারে;	পেট্রোবাংলা	রাশিয়ার রাষ্ট্রীয় সংস্থা Gazprom -এর মাধ্যমে ইতোমধ্যে ১৫টি কূপ খননের জন্য মূল চুক্তির অনুবৃত্তিক্রমে ৫টি Addendum চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। সে আলোকে খনন কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে আরো ২টি কূপ খননের জন্য Addendum-6 অনুস্বাক্ষর হয়েছে। ভেটিং এর পর্যায়ে রয়েছে। ৫টি কূপ (রশিদপুর #১০ ও ১২, রশিদপুর#৯, বাখরাবাদ#১০ ও শ্রীকাইল#৪) খননের প্রস্তাব সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। Gazprom-এর সাথে সংশ্লিষ্ট কোম্পানিসমূহের এতদ্‌সংক্রান্ত খননচুক্তির Addendum ০১-০৯-২০১৫ তারিখে স্বাক্ষরিত হয়েছে। Gazprom-ইতোমধ্যে শ্রীকাইল#৪, বাখরাবাদ#১০, রশিদপুর-১০ ও ১২ এবং রশিদপুর-৯ কূপ খনন সম্পন্ন হয়েছে।
৯)	শিল্পাঞ্চল/স্পেশালাইজড ইকনোমিক জোন প্রভৃতিতে গ্যাস/ বিদ্যুৎ সরবরাহে অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে;	পেট্রোবাংলা	বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গ্যাস সরবরাহে সরকারের নির্দেশনার আলোকে গ্যাস সরবরাহের প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণের কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে। বর্তমানে সীমিত হারে নতুন গ্যাস সংযোগ ও লোড বৃদ্ধি সংক্রান্ত বিষয় বিবেচনার জন্য গঠিত কমিটি'র মাধ্যমে বিবেচনা করা হচ্ছে। কমিটি কর্তৃক সম্প্রতি ৫২টি গার্মেন্টস প্রতিষ্ঠানকে এ্যাকর্ড এন্ড এ্যালাইন্স এর শর্ত অনুযায়ী শিল্পাঞ্চলে স্থানান্তরের সম্মতি প্রদান করেছে। সিদ্ধান্তটির বাস্তবায়ন কার্যক্রম চলমান আছে। শিল্পাঞ্চল/ বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলসমূহে গ্যাস সরবরাহের বিষয়ে অগ্রগতি নিম্নরূপ: ▪ আব্দুল মোনেম বেসরকারি অর্থনৈতিক অঞ্চলে গ্যাস সংযোগের অবকাঠামো নির্ধারণের লক্ষ্যে বেজা ও তিতাস গ্যাসের মধ্যে ১৪-০১-২০১৬ তারিখে MOU স্বাক্ষরিত হয়েছে। নিকটবর্তী টিবিএস হতে উক্ত অঞ্চলে গ্যাস সরবরাহের জন্য পাইপলাইন ডিজাইন কার্যক্রম শুরু হয়েছে। ▪ হবিগঞ্জ অর্থনৈতিক অঞ্চলে রশিদপুর-আশুগঞ্জ সঞ্চালন লাইন হতে গ্যাস সংযোগের জন্য ডিআরএস, পাইপলাইন ও সিএমএস নির্মাণের জন্য ৪৩.৫৮ কোটি টাকা ব্যয়ের প্রাক্কলন ও লে-আউট প্ল্যান বেজা বরাবর ১০-০২-২০১৬ তারিখে প্রেরণ করা হয়েছে। ▪ শ্রীহট্ট অর্থনৈতিক অঞ্চল, শেরপুর, মৌলভীবাজার এ গ্যাস সরবরাহ প্রকল্পের ডিপিপি অনুমোদিত হয়েছে। Turn-Key ভিত্তিতে ০২ (দুই) টি Gas Station, Pipeline নির্মাণ ও আনুষাঙ্গিক কাজের দরপত্র বিজ্ঞপ্তি ০৬-১০-২০১৬ ও ০৭-১০-২০১৬ তারিখে প্রকাশিত হয়েছে। আগামী ২৮-১২-২০১৬ তারিখে দরপত্র গ্রহণ ও খোলা হবে। ▪ মেঘনা বেসরকারি অর্থনৈতিক অঞ্চল ও মেঘনা ইন্ডাস্ট্রিয়াল এন্ড ইকোনমিক জোনে টিজিটিডিসিএল কর্তৃক জরিপ সম্পন্ন করে অবকাঠামো নির্মাণের জন্য প্রাক্কলিত ব্যয়সহ সারসংক্ষেপ গত ২০-০৭-২০১৬ তারিখে বেজা বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে। বর্তমানে MOU স্বাক্ষর প্রক্রিয়াধীন। ▪ এ কে খান বেসরকারী অর্থনৈতিক অঞ্চল, নরসিংদী এ জরিপ সম্পন্ন করে অবকাঠামো নির্মাণের জন্য প্রাক্কলিত ব্যয়সহ সারসংক্ষেপ গত ২০-০৭-২০১৬ তারিখে বেজা বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে। ▪ সিরাজগঞ্জ অর্থনৈতিক অঞ্চল, সদর এবং বেলকুচি, সিরাজগঞ্জ এ পিজিসিএল কর্তৃক প্রাথমিক জরিপ সম্পন্ন করে অবকাঠামো নির্মাণের জন্য সম্ভাব্য ব্যয়ের আংশিক প্রাক্কলন প্রস্তুত করা হয়েছে। ▪ নাটোর অর্থনৈতিক অঞ্চল, লালপুর, নাটোর এ পিজিসিএল কর্তৃক প্রাথমিক জরিপ সম্পন্ন করে অবকাঠামো নির্মাণের জন্য সম্ভাব্য ব্যয়ের আংশিক প্রাক্কলন প্রস্তুত করা হয়েছে। ▪ ঈশ্বরদী ইপিজেডের গ্যাস সংযোগ প্রদানের জন্য অনুমোদনপ্রাপ্ত ০৫ টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ০৪টি প্রতিষ্ঠান ১ম ফেইজে এবং ০১টি প্রতিষ্ঠান ২য় ফেইজে অবস্থিত। ১ম ফেইজের অনুমোদিত ০৪টি শিল্প প্রতিষ্ঠানে ইতোমধ্যে গ্যাস সংযোগ প্রদান করা হয়েছে। ১ম ফেইজের অবশিষ্টাংশ ও ২য় পর্যায় প্রকল্পভুক্ত এলাকায় ৫.১ কিমিঃ নেটওয়ার্ক এক্সপানশন ও ডিআরএস আপগ্রেডেশন কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য পুন:দরপত্র আহ্বানের প্রক্রিয়া শুরু করা হয়েছে। ▪ মিরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চলে বিদ্যমান পাইপলাইন হতে গ্যাস সরবরাহের লক্ষ্যে কেজিডিসিএল কর্তৃক প্রাক্কলন প্রস্তুত করে বেজা বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে। "Construction of Gas Pipeline Project for Mirsarai Economic Zone, Chittagong"-এর ডিপিপি চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য ০২-১১-২০১৬ তারিখে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। ▪ আনোয়ারা অর্থনৈতিক অঞ্চল ১ এবং ২ এ জিটিসিএল কর্তৃক নির্মাণাধীন মহেশখালী-আনোয়ারা ৩০" ব্যাসের সঞ্চালন লাইনের আনোয়ারা প্রান্তের সিটি গেইট ষ্টেশন হতে কেজিডিসিএল কর্তৃক গ্যাস সরবরাহ করা যেতে পারে। আনোয়ারা অর্থনৈতিক অঞ্চল-২ এ গ্যাস সরবরাহের লক্ষ্যে কেজিডিসিএল কর্তৃক প্রাথমিক জরিপ সম্পন্ন করে অবকাঠামো নির্মাণের জন্য সম্ভাব্য ব্যয়ের প্রাক্কলন প্রস্তুত করে বেজা বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে।

মোঃ শহিদুল ইসলাম
যুগ্ম-সচিব
জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

ক্রঃ নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যায়
			▪ এপিআই শিল্প পার্ক, মুন্সিগঞ্জ এ গ্যাসের চাহিদা হ্রাস করায় গ্যাস অবকাঠামো বিষয়ে টিজিটিডিসিএল কর্তৃক নতুন করে প্রাক্কলন প্রণয়নের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ▪ নেত্রকোনা বিসিক শিল্প এলাকায় গ্যাস সংযোগের জন্য ৯.২৮ কোটি টাকার প্রাক্কলন করা হয়েছে। পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পেট্রোবাংলা হতে ০১-০২-২০১৬ তারিখে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। ▪ আমান বেসরকারি অর্থনৈতিক অঞ্চল, সোনারগাঁও, নারায়নগঞ্জে জরিপ সম্পন্ন করে অবকাঠামো নির্মাণের জন্য প্রাক্কলিত ব্যয়সহ সারসংক্ষেপ গত ২০-০৭-২০১৬ তারিখে বেজা বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে। বর্তমানে MOU স্বাক্ষর প্রক্রিয়াধীন। ▪ আরিশা বেসরকারি অর্থনৈতিক অঞ্চল, কেরানীগঞ্জ, ঢাকায় জরিপ সম্পন্ন করে অবকাঠামো নির্মাণের জন্য প্রাক্কলিত ব্যয়সহ সারসংক্ষেপ গত ২০-০৭-২০১৬ তারিখে বেজা বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে।
১০)	কুয়েত কর্তৃক পেট্রোকেমিক্যাল কমপ্লেক্স স্থাপনের জন্য মহেশখালি এলাকায় ১০০০ একর জমি সংরক্ষণ করতে হবে;	বিপিসি	কুয়েত কর্তৃক বাংলাদেশে একটি তেল শোধনাগার স্থাপন বিষয়ে আলোচনার জন্য বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী কুয়েতের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীর সাথে আলোচনা করবেন মর্মে বিপিসি হতে গত ২৩-১২-২০১৪ তারিখে কেপিআই'র নিকট পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। * উক্ত পত্রের জবাবে কেপিসি এর অঙ্গ প্রতিষ্ঠান কেপিআই এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ১৮-০২-২০১৫ তারিখে অবহিত করেন যে, Asian Long Term Strategic Plan পুনর্বিবেচনা করে সংশোধন করছে, যা মার্চ'২০১৫ এ সমাপ্ত হবে। * বর্ণিত পত্রের মাধ্যমে কেপিআই বাংলাদেশের বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী এবং কুয়েতের তেল মন্ত্রীর মধ্যকার সভাটি স্থগিত করার বিষয়ে বিপিসি'কে অবহিত করে। Asian Long Term Strategic Plan চূড়ান্ত হলে এ বিষয়ে অবহিত করা হবে মর্মেও পত্রে উল্লেখ করা হয়। কিন্তু পরবর্তীতে কেপিসি/কেপিআই এ বিষয়ে বিপিসি'কে কোন কিছু অবহিত করে নাই। * ২৮-০৪-২০১৬ তারিখে ড. আহমদ কায়কাউস, অতিরিক্ত সচিব, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ে জাইকার সহায়তায় "Cox's Bazar and Southern Chittagong Area Integrated Development Master Plan'' প্রণয়নের উদ্দেশ্য গৃহীত "Data Collection Survey on Interated Development of Southern Chittagong Region'' শীর্ষক কর্মসূচীর পরিকল্পনা করার সময় (মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ০৯-০৪-২০১৫ তারিখের নির্দেশনার প্রেক্ষিতে) কেপিসি কর্তৃক প্রস্তাবিত রিফাইনারী স্থাপনের নিমিত্ত মহেশখালী এলাকায় প্রায় ১০০০ (এক হাজার) একর জমি সংরক্ষণ করার জন্য পত্র মারফত অনুরোধ করা হয়। * পরবর্তীতে ১৯-০৮-২০১৬ তারিখে মহেশখালী এলাকায় রিফাইনারী স্থাপনের জন্য JICA কর্তৃক প্রণীত মাস্টার প্ল্যান Option-1 এর আলোকে ৫০০ হেক্টর জমির সংরক্ষণের জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।
১১)	Off-shore গ্যাস ব্লকসমূহে বাপেক্স এর Carried Stake ১০% হতে ২০% এ উন্নীত করার লক্ষ্যে পর্যায়ক্রমে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;	পেট্রোবাংলা	Off-shore এ অগভীর সমুদ্রের ব্লক এসএস-১১ এ স্যান্টোস ও ক্রিশ এনার্জি যৌথভাবে কাজ করছে এবং তাদের সাথে বাপেক্স এর Carried Stake ১০% রয়েছে। ব্লক এসএস-৪ ও এসএস-৯ এ ওএনজিসি ভিদেশ এবং ওয়েল ইন্ডিয়া কোম্পানি যৌথভাবে কাজ করছে। তাদের সাথেও বাপেক্স এর Carried Stake ১০% রয়েছে। ভবিষ্যতে বাপেক্স এর Carried Stake ১০% হতে ২০% এ উন্নীত করার বিষয়টি বিডিং রাউন্ড শুরুর প্রাক্কালে বিড ডকুমেন্টে অন্তর্ভুক্তির উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।
১২)	ক) চট্টগ্রাম-ঢাকা (নারায়নগঞ্জ/ ফতুল্লা) তেল পাইপলাইন নির্মাণ কাজ জরুরি ভিত্তিতে সম্পাদন করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। খ) কাঞ্চনব্রীজ হতে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর পর্যন্ত পাইপলাইন জরুরি ভিত্তিতে স্থাপনের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে;	বিপিসি	১। চট্টগ্রাম হতে ঢাকায় জ্বালানি তেল সরবরাহ ব্যবস্থা সহজ এবং নিরবচ্ছিন্ন করার লক্ষ্যে পাইপলাইন নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। ২। চট্টগ্রাম-ঢাকা জ্বালানি তেল পাইপলাইনের জন্য BOOT ভিত্তিতে পাইপলাইন স্থাপনের উদ্যোক্তা নির্বাচনের জন্য EOI আহ্বান করে উদ্যোক্তাদের সর্টলিস্ট তৈরি করা হয়েছে। এ বিষয়ে ফিজিবিলিটি স্টাডি সম্পাদনের জন্য Consultant নিয়োগ করা হয়েছে। Consultant এর প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর RFP ডকুমেন্ট সংশোধন করে RFP প্রদান করা হবে। ৩। দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এবং হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর ব্যবহারকারী উড়োজাহাজসমূহে নিরবচ্ছিন্ন জ্বালানি তেল সরবরাহের লক্ষ্যে "feasibility Study for jet A-1 Pipeline from Pitolgonj (Near Kanchan Bridge) to KAD Including Pumping Facilities" শীর্ষক প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে। এ প্রকল্পে ফিজিবিলিটি স্টাডির জন্য পরামর্শক নিয়োগ করা হয়েছে। ৪। জেট-১ ফুয়েল জ্বালানি তেল পাইপলাইন স্থাপনের জন্য BOOT ভিত্তিতে উদ্যোক্তা নির্বাচনের জন্য EOI আহ্বান করা হয়েছে। ৩টি প্রতিষ্ঠানকে সর্টলিস্ট করে RFP প্রদান করা হয়েছে। ১৫-০২-২০১৭ তারিখে RFP দাখিল করবে।

মোঃ শহিদুল ইসলাম
উপ-সচিব
খনিজ সম্পদ বিভাগ
বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

ক্রঃ নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যায়
১৩)	কক্সবাজারের মহেশখালীতে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি বিভাগসহ অন্যান্য সরকারি প্রতিষ্ঠানের গৃহীত/ গৃহীতব্য প্রকল্পসমূহের জমি বরাদ্দের বিষয়টি সমন্বয়পূর্বক একটি ম্যাপ প্রণয়ন করতে হবে;	পেট্রোবাংলা	জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (উন্নঃ/পরিঃ) এর নেতৃত্বে কমিটি গঠন করা হয়েছে। ম্যাপ প্রণয়ন সম্পন্ন করা হয়েছে।
১৪)	অনশোর করা ব্লকসমূহ লীজ প্রদানের জন্য আগামী ১ (এক) মাসের মধ্যে পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে;	পেট্রোবাংলা	বিদ্যমান Revised Model PSC 2012 সংশোধন, পরিবর্তন, পরিমার্জন করে Draft Onshore Model PSC 2016 এবং Draft Offshore Model PSC 2016 আলাদা করে প্রণয়ন করা হয়েছে। চূড়ান্তকরণের জন্য পর্যালোচনা চলছে। অন্যদিকে রূপকল্প-২১ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অনশোর এলাকায় বাপেক্স কর্তৃক ১০৮টি কূপ খননের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত কূপ খননের মধ্যে ২০১৬-২০১৭ ও ২০১৭-২০১৮ সময়ের জন্য ১০টি প্রকল্প বিশেষ আইনে বাস্তবায়নের অনুমোদন পাওয়া গেছে। এজন্য, ১০টি ডিপিপি প্রণয়ন করা হয়েছে। তাছাড়া, বাপেক্স ব্লক-৮ এবং ১১ তে ৩,০০০ লাইন কিঃ মিঃ ২-ডি সাইসমিক জরীপ কাজ সম্পাদনের জন্য ডিপিপি প্রণয়ন করেছে। তেল-গ্যাস অনুসন্ধান, কূপ খনন ও গ্যাস উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালনা কালে উদ্ভূত সমস্যা জরুরী ভিত্তিতে সমাধানের জন্য ২৫০ কোটি টাকার জরুরী তহবিল গঠন করার কার্যক্রমও হাতে নেয়া হয়েছে।
১৫)	ঢাকা শহরের ন্যায় অন্যান্য শহরেও GSB ভূ-ইকনোমিক তথ্য ভান্ডার গড়ে তুলতে হবে;	জিএসবি	জিএসবি ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে পঞ্চগড় পৌর এলাকায় ভূতাত্ত্বিক তথ্য ভান্ডার গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এছাড়া হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার, নেত্রকোনা, জামালপুর, কুড়িগ্রাম, কিশোরগঞ্জ, লালমনিরহাট ও সুনামগঞ্জ পৌর এলাকার সাইসমিক মাইক্রোজোনিং এর জন্য ডিপিপি প্রণয়ন করা হয়েছে। এছাড়াও জিএসবি, সিডিএমপি এবং এনজিআই (Norwegian Geotechnical Institute) এর সহযোগীতায় ভূমিকম্পের মাত্রা নির্ণয়ের জন্য দেশে ৩০টি Accelerometer স্থাপনসহ ৪টি Seismometer স্থাপনের কাজ করেছে। এ সকল যন্ত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্যসমূহ বর্তমানে বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তরে সংরক্ষিত আছে এবং প্রয়োজনে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে সরবরাহ করা হচ্ছে যা ভূমিকম্প সহনীয় অবকাঠামো তৈরীতে সাহায্য করবে। জার্মান সহায়তার ধারাবাহিকতায় বরিশাল এবং সাতক্ষীরা জেলায় ভূ-ইকনমিক তথ্য সংগ্রহের জন্য Geo-information for Climate Change Development of Cities, Bangladesh (GeoCAD) শীর্ষক একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হচ্ছে।
১৬)	বিগত ০৬.০২.২০১৪ তারিখে পরিদর্শনকালে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের মধ্যে যে সকল সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হয়নি সে সকল সিদ্ধান্ত দ্রুত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে;	পেট্রোবাংলা	পেট্রোবাংলা : মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ০৬-০২-২০১৪ তারিখে বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় পরিদর্শনকালে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের জন্য গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের ক্রমিক নং-২ অনুসরণে ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করার লক্ষ্যে জ্বালানি খাতে কর্মপরিকল্পনা পেট্রোবাংলা হতে পাওয়া গেছে। যা সময় সময় হালনাগাদ করা হবে। জিএসবি : মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ০৬-০২-২০১৪ তারিখে বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় পরিদর্শনকালে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের আওতাধীন বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর (জিএসবি) এর জন্য গৃহীত ১৪ নং ক্রমিকের সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর সমুদ্র ও নদী অববাহিকায় সঞ্চিত বালিতে মূল্যবান খনিজ পদার্থের অনুসন্ধান কার্যক্রম জোরদার করার লক্ষ্যে "বাংলাদেশের নদীবক্ষের বালিতে মূল্যবান খনিজের উপস্থিতি নির্ণয় ও অর্থনৈতিক মূল্যায়ন" শীর্ষক প্রকল্পের ডিপিপি ১৯-০১-২০১৬ তারিখে একনেক এর সিদ্ধান্তের আলোকে প্রকল্পটি বাংলাদেশ আনবিক শক্তি কমিশনের সাথে যৌথভাবে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রকল্প এলাকা : বৃহত্তর ময়মনসিংহ, সিলেট, ঢাকা, টাংগাইল, কুমিল্লা, নোয়াখালি এবং চট্টগ্রাম।

মোঃ শহিদুল ইসলাম
উপ-সচিব
জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।